سُوْرَةُ الطُّوْرِ مَكِّيَّةٌ

৫২-সূরা আত্ তূর

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫০ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

وَالطُّوْرِ ②

২। কসম তূর পর্বতের;

وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ③

৩। এবং (কসম এই) লিখিত কিতাবের;

فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ④

৪। (যাহা) উন্মুক্ত চিক্কণ চামড়ায় (লিখিত আছে);

وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ⑤

৫। এবং (কসম) সদা আবাদ গৃহের;

وَّالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ⑥

৬। এবং (কসম) চির সমুন্নত ছাদের;

وَّالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ⑦

৭। এবং (কসম) উদ্বেলিত সমুদ্রের;

اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ⑧

৮। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের আযাব অবশ্যই সংঘটিত হইবে ।

مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ⑨

৯। উহার প্রতিরোধকারী কেহই নাই ।

يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ⑩

১০। যেদিন আকাশ ভীষণ ভাবে তোলপাড় করিবে,

وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ⑪

১১। এবং পর্বতমালা দ্রুতগতিতে চলিতে থাকিবে,

فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ⑫

১২। অতএব সেইদিন দুর্ভোগ—সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান-কারীদের জন্য,

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ⑬

১৩। ক্রীড়াচ্ছলে যাহারা বৃথা কথা-বার্তায় লিপ্ত থাকে,

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ⑭

১৪। সেদিন যখন তাহাদিগকে ধাক্কাইয়া ধাক্কাইয়া জাহান্নামের আগুনের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে,

هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ⑮

১৫। (এবং তাহাদিগকে বলা হইবে),'এই সেই আগুন যাহা তোমরা মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতে,

أَفَسِحْرٌ هَٰذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٥﴾

১৬। ইহা কি তবে যাদু, অথবা তোমরা (এখনও) কি দেখিতেছ না ?

اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوٓا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

১৭। তোমরা ইহাতে দগ্ধ হও; অতএব তোমরা সবুর কর বা সবুর না কর, তোমাদের জন্য উভয়ই সমান। তোমাদিগকে কেবল সেই কর্মেরই প্রতিফল দেওয়া হইতেছে যাহা তোমরা করিতে।'

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾

১৮। নিশ্চয় মুত্তাকীগণ জান্নাতসমূহে ও নিয়ামতসমূহের মধ্যে থাকিবে,

فَٰكِهِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾

১৯। অতএব তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালক যাহা কিছু দান করিবেন উহাতে তাহারা আনন্দিত হইবে; এবং তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে (জাহান্নামের) আগুনের আযাব হইতে রক্ষা করিবেন,

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيٓـًٔا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

২০। (এবং আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে বলিবেন), 'তোমরা তোমাদের কৃত-কর্মের বিনিময়ে সানন্দে রুচিসহকারে আহার কর এবং পান কর।'

مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَٰهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾

২১। (সেইদিন) তাহারা সারি সারি সুসজ্জিত পালঙ্কের উপর হেলান দিয়া উপবিষ্ট থাকিবে। এবং আমরা তাহাদিগকে পরমাসুন্দরী আয়তলোচনা রমনীগণ জোড়ারূপে দান করিব।

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾

২২। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানের ক্ষেত্রে তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়াছে— আমরা তাহাদের সন্তান-সন্ততিকেও তাহাদের সহিত মিলিত করিব। এবং তাহাদের কৃত-কর্ম হইতে আমরা কিছু মাত্রও কম করিব না। প্রত্যেক ব্যক্তি উহার জন্য দায়ী হইবে যাহা সে অর্জন করিয়াছে।

وَأَمْدَدْنَٰهُم بِفَٰكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং আমরা তাহাদিগকে নানাবিধ ফল ও মাংস প্রদান করিব যাহা তাহারা কামনা করিবে।

يَتَنَٰزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴿٢٣﴾

২৪। তাহারা তথায় একে অপরের সঙ্গে পান-পাত্র আদান প্রদান করিবে (ফলে) উহাতে (পানকারীর জন্য) বৃথা কথা বলারও কিছু থাকিবে না এবং পাপকর্ম করারও কিছু থাকিবে না।

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٤﴾

২৫। এবং তাহাদের কিশোরগণ তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে পরিক্রমণ করিবে, তাহারা সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায় পরিদৃষ্ট হইবে।

২৬। এবং তাহারা প্রশ্ন করিতে করিতে পরস্পর মুখামুখি হইবে।

وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৭। তাহারা বলিবে, 'ইতিপূর্বে নিশ্চয় আমরা আমাদের স্বজনদের মধ্যে (আল্লাহ্‌র ফয়সালা সম্বন্ধে) ভীত ছিলাম,

قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। কিন্তু আল্লাহ্‌ আমাদের উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং তিনি আমাদিগকে উষ্ণ বায়ুর আযাব হইতে রক্ষা করিয়াছেন;

فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰىنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ﴿٢٨﴾

২৯। নিশ্চয় আমরা ইতিপূর্বে তাঁহাকে ডাকিয়া আসিতেছিলাম, নিশ্চয় তিনি পরম কল্যাণকারী, পরম দয়াময়।'

ع اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ ۖ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ﴿٢٩﴾

[১৯] ১ ৩

৩০। অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে গণকও নহ এবং উন্মাদও নহ।

فَذَكِّرْ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ ﴿٣٠﴾

৩১। তাহারা কি বলিতেছে, '(সে) একজন কবি ? আমরা তাহার জন্য কালের বিপর্যয়ের অপেক্ষা করিতেছি।'

اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ﴿٣١﴾

৩২। তুমি বল, 'তোমরা অপেক্ষা করিতে থাক; আমিও তোমাদের সহিত অপেক্ষমানদের অন্তর্ভুক্ত থাকিলাম।'

قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩। তাহাদের বিচার-বুদ্ধি কি তাহাদিগকে ইহার আদেশ করিতেছে অথবা তাহারা কি এক বিদ্রোহপরায়ণ জাতি ?

اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَآ اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। অথবা তাহারা কি বলিতেছে, 'সে নিজে ইহা রচনা করিয়াছে ?' না, বরং তাহারা ঈমান রাখে না।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ ۚ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫। অতএব যদি তাহারা সত্যবাদী হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহারা ইহার অনুরূপ কোন বাণী পেশ করুক।

فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖٓ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬। তাহাদিগকে কি কোন কিছু ব্যতিরেকে সৃষ্টি করা হইয়াছে অথবা তাহারা নিজেরাই কি (নিজেদের) স্রষ্টা ?

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭। তাহারা কি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছে ? না, বরং তাহাদের (স্রষ্টাতে) দৃঢ় বিশ্বাস নাই।

اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮। তাহাদের নিকটে কি তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডারসমূহ আছে অথবা তাহারা কি তত্ত্বাবধায়ক ?

اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯। তাহাদের নিকট কি কোন সিঁড়ি আছে যাহাতে আরোহণ করিয়া তাহারা (আল্লাহ্‌র কথা) শ্রবণ করিতেছে ? অতএব তাহাদের শ্রোতা কোন সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ পেশ করুক।

اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَّسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ ۚ فَلْيَاْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٩﴾

أَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ ﴿٣٩﴾

৪০। তাঁহার জন্য কি কন্যা সন্তানগণ এবং তোমাদের জন্য পুত্র সন্তানগণ ?

أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪১। তুমি কি তাহাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাহ যাহার ফলে তাহারা ঋণের বোঝায় ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে ?

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٤١﴾

৪২। তাহাদের নিকট কি অদৃশ্য বিষয় (সম্পর্কিত জ্ঞান) আছে যাহা তাহারা লিপিবদ্ধ করিতেছে ?

أَمْ يُرِيْدُوْنَ كَيْدًا فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الْمَكِيْدُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩। তাহারা কি (তোমার বিরুদ্ধে) কোন ষড়যন্ত্র করিতে মনস্থ করিতেছে ? তাহা হইলে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারাই (তাহাদের) ষড়যন্ত্রের শিকার হইবে।

أَمْ لَهُمْ إِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪। আল্লাহ্‌ ব্যতীত কি তাহাদের কোন মা'বূদ আছে ? তাহারা যাহাকে শরীক করিতেছে আল্লাহ্‌ উহা হইতে পবিত্র।

وَإِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং যদি তাহারা আকাশের কোন একটা খণ্ডকে পড়িতে দেখে তখন তাহারা বলে, 'ইহা এক ঘন মেঘ।'

فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬। সুতরাং তুমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও যতক্ষণপর্যন্ত না তাহারা তাহাদের সেই দিনকে প্রত্যক্ষ করে যখন তাহাদিগকে বজ্রাঘাতে সংজ্ঞাহীন করা হইবে;

يَوْمَ لَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭। যেদিন তাহাদের দুরভিসন্ধি তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না এবং তাহাদিগকে কোন সাহায্যও করা হইবে না।

وَإِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং নিশ্চয় যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহাদের জন্য ইহা ব্যতীত আরও আযাব আছে। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই জানে না।

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং তুমি তোমার প্রতিপালকের হুকুমের জন্য ধৈর্য ধারণ কর, কারণ তুমি আমাদের দৃষ্টিতে আছ; এবং যখন তুমি (ইবাদতের জন্য) দণ্ডায়মান হও, তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর,

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُوْمِ ﴿٤٩﴾

৫০। এবং রাত্রির বিভিন্ন অংশে এবং তারকারাজির অস্তগমনের সময়ও তুমি তাঁহার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা কর।